দৈনিক ইত্তেফাক

29

তারিখ APR 1 0 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষক

পাঁচ বৎসর মেয়াদোত্তীর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা শেষে পঞ্চম শ্রেণীতে লেখাপড়ার মান যাচাইয়ের জন্য বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। মোট ছাত্র-ছাত্রীর ২০% কে বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে ২০% নাম আসিলেও পাসের হার অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, তবে কি শিক্ষকগণ আন্তরিকভাবে লেখাপড়া করান না? ইহার জবাব এক কথায় দেওয়া নয়। ঐ প্রশ্নের উত্তরে পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা তিন ধরনের। প্রথমত কিন্ডার গার্টেন, দ্বিতীয়ত সরকারী, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তৃতীয়ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা। সরকার ১৯৯০ সনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়নের পর ৮৫% উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিনামূল্য পাঠ্য বই বিতরণ ও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের ধরিয়া রাখিবার জন্য গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক (ক,খ ও গ) মূল্যায়নের মাধ্যমে নমনীয় প্রমোশন নীতি তৈরী করা হইয়াছে। ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে ওঠানো হইলেও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সে দুর্বলই থাকিয়া যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের প্রাক্কালে যত ছাত্র-ছাত্রী ছিল, বর্তমানে তাহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার উপর প্রশাসনিক, সামাজিক ও অন্যান্য কাজ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইলে তাহা মোকাবেলা করিবার জন্য নূতন কোন পদ সৃষ্টি করা হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষকদের পাঠদান করা ছাড়াও সরকারের অন্যান্য বিভাগের কাজ যেমনঃ স্যানিটেশন, আদম শুমারী, ভোটার তালিকা, আইডি কার্ড প্রকল্প, পরিবার পরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে র‍্যালি আয়োজন ইত্যাদি করিতে হইতেছে। যাহা পাঠদান প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিয়া থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিপ্তরের প্রশাসনিক নিম্নস্তর হইল প্রধান শিক্ষক। কিন্তু কাজের গতি ও জবাবদিহিতা সবচাইতে নিচু স্তর হইতে শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের জবাবদিহিতার জন্য রহিয়াছেন উপজেলা সহকারী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং ম্যানেজিং কমিটি। ইহাছাড়াও বিভিন্ন সময়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট জবাবদিহি করিতে হইতেছে । শিক্ষকরা শুধু বিদ্যালয়ে লেখাপড়াই করান না। অন্যান্য কাজ করিতে শতকরা ৫০ ভাগ সময় চলিয়া যাইতেছে। যেমন ম্যানেজিং কমিটির মিটিং, শিক্ষক-অভিভাবক কমিটির মিটিং, উঠোন বৈঠক বা সমাবেশ, হোম ভিজিট, ড্রপ আউট, অনুপস্থিতির অনুসন্ধান ছাড়াও প্রশাসনিক ছক বাঁধা কাজের জবাব তৈরী, পরিদর্শন ছক ত্রৈমাসিক পারফর্মেন্স রিপোর্ট তৈরী, মাসিক রিটার্ন তৈরী, খাদ্যের চাহিদা তৈরী, ৪০-৪৫টি ফাইল হালফিল, স্থানীয় জনগণ ও শিক্ষার্থীর অভিযোগ মীমাংসাকরণসহ নানা প্রশাসনিক ও সামাজিক কাজে প্রধান শিক্ষকগণ নিয়োজিত থাকেন। অনেকে অবসরে চলিয়া যাইতেছেন, নূতনরা আসিতেছেন। এই আসা ও যাওয়ার মাঝখানে লেখাপড়ার অনেক ব্যাঘাত ঘটিতেছে যাহা বৃত্তি পরীক্ষার উপর প্রভাব ফেলে।

তাহাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে লেখাপড়া হইল ব্যয়বহুল দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প, যাহা হইতে তাৎক্ষণিক ফল আশা করা যায় না। দরিদ্র শ্রেণীর তুলনায় ধনিক শ্রেণীর অধিক বিনিয়োগের ফলে তাঁহারা অধিক ফল ভোগ করেন। তাঁহারা সন্তানদের কিন্ডার গার্টেন ও ক্যাডেট কলেজে পড়াইয়া থাকেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই কুলী-মজুর-রিকশাওয়ালা-শ্রমিক ইত্যাদি বিভিন্ন নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের সন্তান। তাহাদের তিন বেলা খাবার জোটানোই কষ্টকর। বাবা ও মা উভয়ই অধিক পরিশ্রম ও খাটুনির ফলে বাচ্চাদের দেখাশুনা ও পড়ালেখার খোঁজ-খবর নিতে পারেন না। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরই বিদ্যালয়ের পড়ালেখা ব্যতীত বাসায় পড়ালেখার সুযোগ হয় না। দারিদ্র্যই পড়ালেখায় অনীহা সৃষ্টির কারণ।

এমতাবস্থায়, প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ ফল লাভ করিতে হইলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকিতে হইবে। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। শিক্ষকের পদসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক চাপ কমানো, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ, শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং ধারাবাহিক পদোন্নতি ব্যবস্থা করিলে সুফল বহিয়া আনিবে বলিয়া আশা করি।

মোহাম্মদ আবদুল খালেক,
সহকারী শিক্ষক,
চর দিরুল্লাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
দৌলতখান, ভোলা।